স্বপনের স্বপ্ন

স্বপনের স্বপ্ন

স্বপনের কত স্বপ্ন। সে স্বাধীন হয়ে চলাফেরা করবে। গাছে উঠে পেয়ারা বড়ুই পারবে। ডাব গাছে ওঠে ডাবের ছড়ি কেটে ছায়াবিতানে বসে বাইল দিয়ে নল বানিয়ে ডাবের ঠাণ্ডা পানি খাবে। ঘাঁটের পৈঠায় বসে পানিতে দু পা ডুবিয়ে বড়শি দিয়ে তালপুকুরে মাছ ধরবে। ঘুড়ি উড়াবে। কোকিল পুষবে। উড়োজাহাজ উড়াবে। বর্ষা মাসে নৌকাবাইচ জিতবে। কিন্তু তার মা বাবা চাননা সে এসব স্বপ্ন বাস্তবায়ন করুক। তাদের ভয় হয়। স্বপন তাদের একমাত্র ছেলে। একমাত্র ছেলেকে অন্ধেরযষ্টি সবে ডাকে। তাই উনারা তাকে অষ্টপ্রহর চোখে চোখে রাখেন। একটু সময় না দেখলে মা বাবার বুক শুকিয়ে যায়। ওনাদের কান্না এবং অধীরতা দেখে গাওবাসিও স্বপনকে খুঁজতে আরম্ভ করেন। তাই বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া সে বাড়ির চৌহদ্দার বাইরে বেশ যায়না। বাড়িটাও অনেক বড়। তাই সে অত চিন্তিত হয়না। পুকুর পাড়ে ডাবগাছ এবং পেয়ারাগাছ আছে। উঠানের ওপাশে কয়েকটা বড়ুইগাছও আছে। উঠানটাও মাঠের মত। তাই সে ঘুড়িও ওড়াতে পারে। মাথার উপর দিয়ে উড়োজাহাজ উড়ে গেলে মাথা নেড়ে অনুতাপ করে বলে, ‘কবে আমি বড় হব?’ কেউ জবাব না দিলে নিজেকে বলে, ‘তাড়া নেই, ধীরে ধীরে বড় হয়ে আমিও কোন একদিন বীরসেনাদের মত উড়োজাহাজ উড়াব।’ এমন করে বয়স ছয় বৎসর হলে মা বাবা তার দু হাত ধরে প্রথমদিন স্কুলে নিয়ে এসে তাকে রেখে যাবার সময় বাচ্চাদের মত কেঁদে বাড়ি চলে গেলেন। তাকে আনন্দে লাফাতে দেখে অন্যরা এসে জিজ্ঞেস করল, ‘মা বাবার জন্য কান্নাকাটি না করে তুই লাফাচ্ছিস কেন?’

‘গলারজোরে ডাক দিলে আব্বা আম্মা দৌড়ে আসবেন। তাই আমি কান্নাকাটি করছিনা।’ বলে সারিতে খাড়া হলে জাতীয়সংগীত গাইতে লাগল।

জাতীয়সংগীত গাওয়া শেষ হলে সবার সাথে প্রথমবারের মত শ্রেণীকক্ষে এল। শিক্ষক নাম ডেকে একে একে সবার সাথে কথা বলে পরিচিত হয়ে সবার শেষে স্বপনের সাথে পরিচিত হতে এসে বললেন, ‘তোমার নাম কি?’

‘আমার নাম মোহাম্মাদ আব্দুলরাহিম। আব্বা আম্মা আদর করে স্বপন ডাকেন।’

‘আমিও তোমাকে স্বপন ডাকব।’ তার পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে স্নেহের সুরে জিজ্ঞেস করলেন, ‘স্বপন, বড় হয়ে তুমি কি হবার স্বপ্ন দেখ?’

‘উড়োজাহাজ ওড়াতে চাই।’ বলে আনন্দের হাসি হাসল।

‘কেন!’

‘আমার দাদু আমাকে বলেছেন, বাতাসে ভেসে উড়োজাহাজের ভিতরে বসে নাকি দেশভ্রমণ করা যায়।’ শিক্ষকের মুখের পানে অবাকদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, ‘তাই।’

স্বপনের স্বপ্ন

'আমি দোয়া করব তোমার স্বপ্ন যেন বাস্তব হয়।' বলে আবার তার মাথায় হাত বুলিয়ে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে হেটে নিজের টেবিলে এসে ছাত্রদের পানে তাকিয়ে স্নিগ্ধহাসি হেসে বললেন, 'রাতে আমরা স্বপ্ন দেখি। কিন্তু দিনে চিন্তা ভাবনা করে আমরা যে স্বপ্ন দেখি, তা হল আমাদের আকাঙ্ক্ষা। ইচ্ছা করে দৃঢ়সংকল্প করলে বাস্তব হবে। আমি যখন তোমাদের মত ছিলাম। তখন আমার ইচ্ছা ছিল, বড় হলে আমি শিক্ষক হব।'

শিক্ষকের কথা শুনে স্বপন মৃদুহেসে মাথা দুলিয়ে মনে মনে বলল, 'তাহলে বড় হলে নিশ্চয়ই আমি বীরসেনাদের মত উড়োজাহাজ ওড়াতে পারব।'

শিক্ষক ব্লাকবোর্ডে একটা উড়োজাহাজ এঁকে স্বপনের পানে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'মেয়েরাও উড়োজাহাজ উড়ায়।'

'সত্যি বলছেন স্যার?' বলে স্বপন লাফ দিয়ে দাঁড়াল।

'হ্যাঁ স্বপন।' বলে মৃদু হাসলেন।

স্বপন সবার পানে তাকিয়ে ব্যস্ত অধীরসুরে বলল, 'তোমরা কে কে উড়োজাহাজ ওড়াতে চাও?'

কেউ হাত না ওঠালে একজন অপারগ হয়ে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে বলল, 'আকাশে উঠে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে না ফেললে। আমি তোর সাথে উড়োজাহাজ উড়াব।'

স্বপন চিন্তিতসুরে বলল, 'তুইতো ডাব গাছেই উঠতে পারিসনা। নানি মনে করে দুহাতে গাছের জড়ে জড়িয়ে কান্নাকাটি করিস।'

'উড়োজাহাজ তুই একা ওড়াতে পারবিনা। তাই তোকে সাহায্য করব, ধাক্কা না দিলে।'

'দাঁড়া, স্যারকে জিজ্ঞেস করে বলছি। ধাক্কা দিতে হবে কিনা?' দৌড়ে স্যারের কাছে এসে বলল, 'স্যার, উড়ালসাথী হয়ে কল্পনা আমাকে সাহায্য করতে চায়। কি জবাব দেব?'

'মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করে সাহসী হলে। নানির গলা ধরে কাঁদতে হবেনা।' বলে শিক্ষক শরীর কাঁপিয়ে হেসে কল্পনার পানে তাকালেন।

'স্যার, উড়োজাহাজগুলো আকাশে উড়ে। কিন্তু ধমাৎ করে মাটিতে পরলে হাত পা ভাঙ্গতে পারে। তাই হাত পা ভাঙ্গার ভয়ে আমি বড়ুই গাছে উঠে না।' বলে কল্পনা শিউরে উঠল।

'কথা অবশ্য মিথ্যা বলনি। কিন্তু উড়োজাহাজ না উড়ালে এক দেশ থেকে আরেক দেশে হেটে হেটে যেতে হলে মাস ছয়েক লাগবে।' স্বপনের পানে তাকিয়ে শিক্ষক চিন্তিত হয়ে

স্বপনের স্বপ্ন

বললেন, 'আমাদের গ্রামের মত বড় উড়োজাহাজটা উড়াতে হলে অন্তত দুইজন চালক লাগবে। এখন তুমি বল কি করবে?'

'কল্পনাকে অসমসাহসী বানাতে হবে। নতুবা আমি একা উড়াতে পারবনা।' বলে কল্পনার পাশে এসে চিন্তিতসুরে বলল, 'পারবি তো?'

'স্যার বলেছেন লেখাপড়া করে সাহসী হলে পারব।' কল্পনা জাবাব দিল।

'তাহলে মনযোগ দিয়ে লেখাপড়া করতে হবে।' বলে শিক্ষকের সামনে এসে স্বপন সংকল্পের সুরে বলল, 'স্যার, আর্শীবাদ করে লেখাপড়া শিক্ষা দিলে, আমরা দুজন উড়োজাহাজ উড়াতে পাবর।'

'সাব্বাস।' বলে তার মাথা পিঠে হাত বুলিয়ে পড়াতে শুরু করলেন। খুব মনযোগ দিয়ে লেখাপড়া করে উচ্চবিদ্যালয় শেষ করে দুজন দুই কলেজে চলে গেল। অনেক বৎসর পর বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ঘাটিতে নতুন বিমান কয়েকটা এসেছে। এগুলোর নাম জঙ্গিবিমান। একটার দাম দিয়ে একটা শহর কিনা যাবে। অতো দামী। কেউ উড়াতে চায় না। ওরা বলে, 'এই বিমানগুলো উড়ালে রক্ত হীম হয়ে জমাট হবে।' কিন্তু দেশের নিরাপত্তার জন্য বিমানগুলো উড়াতেই হবে। অন্যদেশগুলোর কাছে এর চাইতে বেশি আধুনিক বিমান আছে। ওগুলোকে নাকি চোখে দেখা যায়না। এমন কি রাডারেও দেখা যায়না। বিমানবাহিনিরপ্রধান চিন্তিত হয়ে উঠলেন। উনি চিন্তা করে পাচ্ছেননা কি করবেন। উনি নিজেও শিউরে বলেন, 'নানিগো, জ-৭১ উড়ানো মানে আকাশে অজ্ঞান হওয়া।' কিন্তু আকাশে অজ্ঞান হলেত আর চলবেনা। বিমান উড়াতেই হবে। তাই উনি গুরুগম্ভীর সুরে হাঁক দিলেন, 'সবাই এসে সাড়িতে খাড়া হও।'

এমন সময় নতুন একজন অফিসে প্রবেশ করে সালাম করে বলল, 'স্যার, আমি স্বপন এই মাত্র এসেছি।'

উনি আনন্দেরহাসি হেসে দাঁড়িয়ে মনে মনে শিউরে সাহস সঞ্চয় করে গরুগম্ভিরসুরে বললেন, 'সেনা, তুমি জ-৭১ উড়াতে পার?'

স্বপন হ্যাঁ করে তাকালে ধমকের সুরে বললেন, 'জবাব দিচ্ছনা কেন?'

'স্যার, আমি এই মাত্র এসেছি।'

'ওরা কি ওখানে জ-৭১ উড়ানো শিখায় নি?'

'স্যার, জি না।'

'তোমাকে দেখতে সাহসী মনে হচ্ছে। জ-৭১ উড়াতে পারবে?'

স্বপনের স্বপ্ন

‘স্যার, কিছুক্ষণ ভিতরে বসলে পারব।’

‘এই বিমানটা মধ্যাকর্ষণশক্তি অতিক্রম করতে পারে, অনায়াশে।’ বলে শিউরে উঠলেন।

শিক্ষাকালে একদিন অতিক্রম করলে শিক্ষক আমাকে শাস্তি দিয়েছিলেন। তাই আমি আর অতিক্রম করিনা।’ বলে স্বপন মুখ বেজার করে মাথা নত করল।

‘কি বললে !শিক্ষাকালে একদিন অতিক্রম করেছিলে।’ দৌড়ে এসে তার সাথে বুক মিলেয়ে বাজুতে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে আনন্দে হেসে বললেন, ‘বার বার অতিক্রম করলে আমি তোমকে মেডেল দেব। বার বার।’

‘সত্যি বলছেন স্যার?’ বলে আনন্দে লাফিয়ে ওঠল।

‘বিমানগুলো অনেক দামি।’

‘স্যার, দেশ আমার প্রাণের চেয়ে দামি।’

‘সাব্বাস সেনা।’

‘যান্ত্রিকত্র“টি না থাকলে, ধমাৎ করে মাটিতে পরবনা।’

‘তোমার উড়াল সঙ্গি কেউ হবেনা।’ বলে কপটহাসি হাসলেন।

‘চিন্তার বিষয়। তবে ব্যবস্থা আমি করব।’ বলে বেরিয়ে এসে এক এক করে সবরার সাথে পরিচয় হয়ে সাধারণ বিমানগুলো উড়িয়ে ওদেরকে যখন সাহসী বানাচ্ছে তখন এক নারীসেনা এলে অন্যরা বিদ্রূপহাসি হেসে আড়চোখে তাকিয়ে একজন হেলাকরে বলল, ‘অবলাটাকে স্যারের অফিসে পাঠালে মজা করা যাবে।’

নারীসেনা অবাক হয়ে বলল, ‘আমার পানে এমন করে তাকচ্ছো কেন?’

‘এমনিতেই।’ বলে একজন কাঁধ বাঁকাল।

‘শুনেছি ভেড়া একটা নাকি অধ্য এসে যোগ দিয়েছে।’

‘ভেড়াটার নাম কি?’

‘স্বপন।’ বলে মুখ বিকৃত করল।

‘ওরে বাসরে।’ বলে সেনাটা লাফ দিয়ে উঠে চোখ কপালে তোলে বলল, ‘স্বপনকে ভেড়া ডেকে মেড়াগুলোকে কাঁদাতে চাস কেন?’

‘আমার সাথে এমন করে কথা বলছ কেন?’ বলে নারীসেনা কপাল কুঁচ করল।

স্বপনের স্বপ্ন

‘আমরা যেমন আড়ংবাড়ং করে কাগজের বিমান উড়াই। মরিয়া হয়ে ঠিক তেমনি জঙ্গিবিমান উড়ায়। ওর উড়ালসাথী হওয়া মানে, আকাশে অজ্ঞান হওয়া।’ বলে সে পিঠটান করল।

নারীসেনা প্রধানের অফিসের সামনে এসে দরজায় ঠোকল। স্যার গরুগম্ভিরসুরে জবাব দিলেন, ‘ভিতরে আসতে পার।’

ভিতরে প্রবেশ করে বীরবরাঙ্গনার মত সালাম করে বলল, ‘স্যার, আমি কল্পনা।’

‘জানি সবসময় তোমরা আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখ।’ বলে বিরক্ত হয়ে দাড়িয়ে বললেন, ‘এখানে কেন এসেছ?’

‘বিমানবাহিতে যোগ দেবার জন্য, স্যার।’

‘জ-৭১ ওড়াতে পার?’ বলে বিদ্রূপহাসি হাসলেন।

‘উড়াবার জন্যই এসেছি, স্যার।’

‘ও নানিগো, নারীসেনাটা কি বলল!’ উত্তেজিতকণ্ঠে বলে দৌড়ে পাশে এসে বিনয়ের সাথে বললেন, ‘সত্যি বলছ বীরাঙ্গনা?’

‘জি, স্যার।’

‘আমার সাথে আস।’ বলে প্রায় দৌড়ে বাইরে এসে হাঁক দিলেন, ‘স্বপন, জঙ্গিতে ওঠ! তোমার উড়ালসাথী একজন জুটেছে।’

স্বপন একটা মোটা সুট নিয়ে এসে হাঁফাতে হাঁফতে বলল, ‘স্যার, কোথায়?’

স্যার পিছনে তাকিয়ে কপটহাসি হেসে বললে, ‘ওটা।’

‘মেনিটা চাক্কা জড়িয়ে কেঁদে বলবে, নানিগো আমি বিমানে উঠবনা।’ বলে স্বপন মুখ বিকৃত করল।

এমনসয়ম কল্পনা এসে স্বপনের মুখের পানে তাকিয়ে বলল, ‘ভেড়াটা কোথায়?’

‘অতিদুঃখিত আমি জানি এখানে জীবৎ ভেড়া আসেনা। এলে আমরা শিকে পোড়ে খাই।’

‘স্বপন কে?’

‘অতিআনন্দের সাথে বলছি আমি হলাম স্বপন।’ হাত প্রসারিত করে বলল, ‘তুমি নাকি আমার উড়ালসাথী?’

‘বেশি কথা না বলে পিছনে উঠে বস।’

স্বপনের স্বপ্ন

‘স্যার, নারীসেনাটা কি যেন বলছে, আমি বুঝতে পারছিনা।’

‘কল্পনা।’ বলে স্যার পাশে এসে গুরুগম্ভীরসুরে বললেন, ‘তুমি কখনো জ-৭১ উড়িয়েছ?’

‘জি না, স্যার।’

‘তাহলে কিছুক্ষণ শিক্ষাগ্রহন করলে আকাশে অজ্ঞান হবেনা।’ বলে চোখের পানে তাকালেন।

‘জি, স্যার।’ বলে আড়চোখে স্বপনের পানে তাকাল।

‘আমার সাথে আস।’ বলে স্যার দ্রুত প্রশিক্ষাকেন্দ্রে এসে কল্পনার কাণ্ডকারখানা দেখে স্বপনের পাশে এসে নিম্নসুরে বললেন, ‘অজ্ঞান হবেনা অবশ্য।’

‘তাহলে ওকে নিয়ে আকাশে উড়ব?’

‘দুই রাকাত নামাজ পড়ে উঠলে আল্লাহ সহায় থাকবেন।’ বলে স্যার মৃদুহাসলেন।

‘জি, স্যার।’ বলে স্বপন সামনে এসে বিচলিত সুরে বলল, ‘আপনি আমাদেরকে সন্তানের মত ভালোবাসেন, তাইনা স্যার?’

‘হ্যাঁরে বাবা।’ বলে মাথায় হাত বুলিয়ে অশ্রুসজল নয়নে তাকিয়ে বললেন, ‘তোমরাইত আমার ছেলে মেয়ে?’

‘আমাদের জন্য দোয়া আর্শীবাদ করলে, আজ আমরা অসম্ভবকে সম্ভব করব, স্যার।’ বলে কল্পনার পানে তাকাল।

কল্পনা এসে চোখের জল মুছে দিয়ে স্বপনের পানে তাকিয়ে বলল, ‘স্যার, এই ভেড়াটা আমাকে মেনি ডাকে। তাই একে আমি ভীতু করতে চাই।’

‘আমি একটা উড়াব। আমাকে নিশানাবদ্ধ করতে হলে দুজনাকে দক্ষ হতে হবে।’ বলে স্যার মৃদু হাসলেন।

‘জি, স্যার।’ বলে স্বপনের পানে তাকাল।

স্বপন মাথা দোলালে সাধারণ সুরে বলল, ‘স্যার, আমরা তৈরী আছি।’

‘আমার সাথে আস।’ বলে দ্রুত মসজিদে এসে অন্যদের পানে তাকিয়ে, ‘তোমারাও মন্দির গীর্জায় যেয়ে দোয়া প্রার্থনা শুরু করর।’ বলে তিনজন নামাজ পড়ে জঙ্গিবিমানে উঠলেন। স্যার আকাশে উড়ে উড়ার অনুমতি দিলে দুজন আকাশে উড়ল। যেন মরিয়া হয়ে দুটি চিল একে অন্যকে ধাওয়া করছে। আড়ংবাড়ং করে বিমানগুলো উড়ছে। ডানে বাঁয়ে,

স্বপনের স্বপ্ন

উপরে নিচে। অকটবিকট ঘুরপাক খায়। কখনো থমকে উপরে উঠে পিছনে আসে। কেউ কাউকে নিশানাবদ্ধ করতে পারছেনা। জ্বালনি প্রায় শেষ হয়ে আসছে তবুও কেউ হার মানছেনা। কল্পনা ব্যস্তসুরে বলল, ‘ঘুড়ির মত ঘুরে পিছনে যা।’

‘শক্ত করে ধর।’ বলে স্বপন ঘুড়ির মত পিছনে এসে বলল, ‘এখন নিশানাবদ্ধ না করলে আবার উড়তে হবে।’

‘কথা না বলে মনেযোগ দিয়ে স্যারকে দেখ।’ বলে কল্পনা হর্ষধ্বনি করে উঠল।

স্যার হাসতে হাসতে বললেন, ‘ঘাটিতে চল।’

অবতরন করে তাদেরকে সাব্বাসি দিয়ে বললেন, ‘আরো দক্ষ হতে হেব।’

‘জি, স্যার।’ বলে দুজন সালামের জন্য হাত উঠাল।

অন্যরা এসে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলে কল্পনা মুখ বিকৃত করে বলল, ‘ভেড়াটা সামান্য একটা বিমান উড়াতে পারেনা।’

স্যার হাসতে হাসতে বললেন, ‘স্বপনের মত আমিও উড়াতে পারিনা।’

‘ঘুড়ির মত উড়ে পিছনে যাবার জন্য আমিই তাকে বলেছিলাম।’

‘শত্রুরা একা আসবেনা।’ স্যার মৃদুহেসে বললেন, ‘ওরা গুলিও করবে।’

‘স্যার, আমরা উড়াতে পারব?’

‘স্বপনের সাথে পারবেনা।’

‘চেষ্টা করতে পারব, স্যার?’ বলে কল্পনা কাঁধ ঝুলাল।

‘আল্লাহ্ তোমাদের সহয় হউন।’ বলে স্যার দুজনের মাথায় হাত রেখে আর্শীবাদ করলেন।

দুজন আবার আকাশে উড়ল। স্বপন মরিয়া হয়ে উঠেছে। কল্পনায়ও নেই-আঁকড়ার আইমা। কেউ নিশানাবদ্ধ হতে চায়না। আচমকা স্বপন উপরের দিকে উঠতে আরম্ভ করল, থামছেনা। কল্পনা মনে মনে বলল, ‘ভেড়াটার মনে মতলব কি?’

‘মেনিটাকে হারাতে হলে, মগডালে উঠতে হবে।’ বলে স্বপন আরো উপরে উঠতে থাকল। মধ্যাকর্ষণশক্তি ৯ পাড় হলে কল্পনা কম্পিত সুরে বলল, ‘ওই, অতো উপরে উঠছিস কেন?’

‘মগডালে পেয়ারা একটা আছে। ওটা পারতে চাই।’

স্বপনের স্বপ্ন

‘নিচে নেমে আয়, আর ধাওয়া করবনা।’

‘গলারজোরে বল, হার মেনেছি।’ বলে স্বপন চিলের মত পলকে নিচে নেমে নিশানাবদ্ধ করে হর্ষধ্বনি করে উঠল।

‘ঘাটিতে চল।’ বলে কল্পনা অবতরন করে স্যারের সামনে এসে কপটহাসি হেসে বলল, ‘স্যার, সবসময় ভেড়াটা আমাকে ভীতু করে।’

‘শত্রুর মুখোমুখি হতে হলে, জানের মায়া ত্যাগ করে পাষাণ হতে হয়।’ স্বপনের মাথায় হাত বুলিয়ে, ‘আত্মত্যাগীরা আত্মত্যাগ করেন। কিন্তু স্বপন দেশের জন্য প্রাণ দিতে রাজি। তাই মরিয়া হয়েও তাকে নিশানাবদ্ধ করতে পারবেনা।’ কল্পনার সামনে এসে গম্ভীরসুরে বললেন, ‘দমে দমে আল্লাহকে স্মরণ করে সে সমীরেখা পাড় হয়।’

‘জানি, স্যার।’ বলে স্বপনের পানে তাকিয়ে শরীর কাঁপিয়ে হেসে বলল, ‘চল, বাইল দিয়ে নল বানিয়ে ডাবের ঠাণ্ডা পানি খাব।’

‘তোকে কতদিন বলেছি, সবসময় মগডালে পাকা পেয়ারা একটা থাকে।’

‘জানিত। কিন্তু ধমাৎ করে পরলে হাত ভাঙ্গবে। তাই হাত পা ভাঙ্গার ভয়ে আমি মগডালে উঠিনা।’

এমন সময় স্বপনের মা বাবা গাছপাকা আম কাঁঠাল পেয়ারা নিয়ে এসেছেন তাকে দেখার জন্য। মা বাবাকে না দেখে কিছু আনার জন্য স্বপন বিমানে উঠবে এমন সময় তার বাবা চিৎকার করে, ‘বাবা স্বপন, উড়জাহাজে তুই উঠিসনারে বাবা।’ বলে দৌড়ে এসে হাত ধরলেন।

স্যার উনার পাশে এসে হাত প্রসারিত করে হাতমিলয়ে আনন্দেরহাসি হেসে বললেন, ‘আপনার ছেলের মত অসমসাহসী ছেলে আমি আজোবধি দেখিনি।’

‘আমাদেরকে বলেছিল, সে নাকি সেনাদের গাঁটরি ঝুলি বহন করে।’ বলে বাবা কান্নার ভান করলেন।

‘সে বহন করেনা। অন্যরা তার গাঁটরি ঝুলি বহন করে।’ বলে সবাইকে ডেকে বসে বললেন, ‘স্বপনকে আদর করলে গাছপাকা আম কাঁঠাল খেতে পারবে। এবং তার মা বাবাও কান্নাকাটি করবেননা।’

স্বপন মা বাবার পাশে বসে মা’র কাঁধে মাথা রেখে বলল, ‘আম্মা, আমি এখন উড়োজাহাজ উড়াতে পারি।’

স্বপনের স্বপ্ন

‘আমি জানতাম তুই পারবি। তাই অনুমতি দিয়েছিলাম।’ বলে মা তার মাথায় হাত বুলালেন।

‘সমাপ্ত’